

প্রথম আলো

30 AUG 2025

# যুক্তরাষ্ট্রের তুলা আমদানিতে সুবিধা চান ব্যবসায়ীরা

বঙ্গ খাত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির সমঝোতার চুক্তি করে বাংলাদেশের বঙ্গ খাতের তিনটি প্রতিষ্ঠান।

শুভংকর কর্মকার, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের আরোপ করা পাল্টা শুল্ক কমাতে দেশটি থেকে তুলা আমদানির চুক্তি করেছিলেন বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বঙ্গকলমালিক। তারপর এক মাস হতে চললেও তুলা আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না তাঁরা। কারণ, তৈরি পোশাকশিল্পের প্রয়োজনীয় এ কাঁচামাল আমদানির আগে সরকারের কাছ থেকে কিছু প্রণোদনা চান ব্যবসায়ীরা।

অবশ্য আমদানিকারকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা বেশি। আবার দেশটি থেকে তুলা আনতেও সময় বেশি লাগে। তাই সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা না পেলে দেশটি থেকে তুলা আমদানি করে প্রতিযোগিতায় টেকা যাবে না। আবার কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে তাতে অন্যরাও যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে আগ্রহী হবেন।

গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের এ ঘোষণার আগে সরকারের প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে। পাশাপাশি সফররত বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি কমিয়ে আনতে নানামুখী পদক্ষেপ নেন। তাঁরা পণ্য আমদানির জন্য সমঝোতা ও অঙ্গীকার করেছেন। সরকারি-বেসরকারি খাতের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের ১৯ হাজার টন তুলা আমদানির সমঝোতার চুক্তি করে বাংলাদেশের বঙ্গ খাতের তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সালমা গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের কার্গিল ইনকরপোরেটের কাছ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ ডলারে ৬ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করে। এশিয়া কম্পোজিট একই রকম আরেকটি চুক্তি করে। এ ছাড়া মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস মার্কিন লুইস ড্রেফুস গ্রুপ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলারের ৭ হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাউন্ড তুলার দাম ৮৭-৮৮ সেন্ট। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দাম ৭৮ থেকে ৮৩ সেন্ট। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আনতে দুই থেকে আড়াই মাস লেগে যায়। মো. মোশাররফ হোসেন, এমডি, মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস

এই চুক্তি করতে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিটিএমএর পরিচালক ও মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মোশাররফ হোসেন, বিটিএমএর পরিচালক ও এশিয়া কম্পোজিট মিলসের এমডি মাসুদ রানা, সালমা গ্রুপের পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব।

যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বিটিএমএর নেতারা দেশটি থেকে বছরে এক বিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানির অঙ্গীকার করেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে রপ্তানি করলে যাতে রপ্তানিতে সুবিধা পাওয়া যায়, সেই দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা।

এশিয়া কম্পোজিট মিলস যুক্তরাষ্ট্র থেকে হয় হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করলেও এখন পর্যন্ত কোনো ঋণপত্র খোলেনি। চুক্তি অনুযায়ী, আগামী এক বছরের মধ্যে তাদের এ তুলা আমদানির কথা। এ বিষয়ে এশিয়া কম্পোজিট মিলসের এমডি মাসুদ রানা প্রথম আলোকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে খরচ বেশি। সে খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই দেশটি থেকে তুলা আমদানি বাড়বে। আগামী মাসে আমরা তুলা আমদানির ঋণপত্র খুলব।'

যুক্তরাষ্ট্র থেকে হয় হাজার টন তুলা আমদানির চুক্তি করেছিল সালমা গ্রুপ। তারাও এখনো এই আমদানি চুক্তির বিপরীতে কোনো ঋণপত্র খোলেনি। আগামী জানুয়ারিতে ঋণপত্র খোলা শুরু করবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সালমা গ্রুপের পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করতে চাই। তবে দাম বেশি হওয়ার কারণে এত দিন তা পারিনি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দাম অন্যান্য দেশের তুলার চেয়ে প্রতি পাউন্ডে ৩-৪ সেন্ট বেশি। আশা করছি, আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে সরকার কিছু

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে খরচ বেশি। সেই খরচ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই দেশটি থেকে তুলা আমদানি বাড়বে। আগামী মাসে আমরা তুলা আমদানির ঋণপত্র খুলব। মাসুদ রানা, এমডি, এশিয়া কম্পোজিট মিলস

ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে।'

মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস প্রথমে সাত হাজার টন আমদানির চুক্তি করেছিল। পরে আরও তিন হাজার টনের চুক্তি করে। এসব তুলা তাদের হয় মাসের মধ্যে আমদানি করার কথা। সম্প্রতি তারা এক হাজার টন তুলা আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মোশাররফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলসের এমডি মো. মোশাররফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাউন্ড তুলার দাম ৮৭-৮৮ সেন্ট। অন্যদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দাম ৭৮ থেকে ৮৩ সেন্ট। এ ছাড়া সমুদ্রপথে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আনতে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লেগে যায়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা তুলা আমদানিতে বিলম্ব করছি, সেটি ঠিক নয়। তবে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলে আরও অনেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানিতে আগ্রহী হবেন।'

ব্যবসায়ীরা জানান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে দুই বছর আগে প্রতিষ্ঠানপ্রতি তিন কোটি ডলার ঋণ পাওয়া যেত। পরে সেটি কমিয়ে দুই কোটি ডলার করা হয়। এ ছাড়া আগে ঋণের সুদ ১ দশমিক ৮ শতাংশ থাকলেও এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। এখন আবার ইডিএফ থেকে ঋণের পরিমাণ ও সুদহার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া হলে তাতে আমদানিকারকদের জন্য সুবিধা হয়।

জানতে চাইলে বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল গত সপ্তাহে প্রথম আলোকে বলেন, 'আগামী (চলতি) সপ্তাহে আমরা সরকারকে একটি লিখিত প্রস্তাব দেব। আমরা ইডিএফ থেকে ১ শতাংশ সুদে ঋণের সুবিধা চাইব। এখন তো ডলার উচ্চত আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে ডলার কিনে নিচ্ছে। ফলে আমরা যদি রপ্তানি বাড়তে ডলার ব্যবহার করতে পারি, তাহলে অসুবিধা কোথায়।' তিনি আরও বলেন, 'সরকার মার্কিন তুলার জন্য ওয়ারহাউস করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। সেটি হলে আমাদের উদ্যোক্তারা এক সপ্তাহের মধ্যেই তুলা পেয়ে যাবেন।'



প্রথম সংস্করণ  
30 AUG 2025

# পাঁচ দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তুতি চলছে

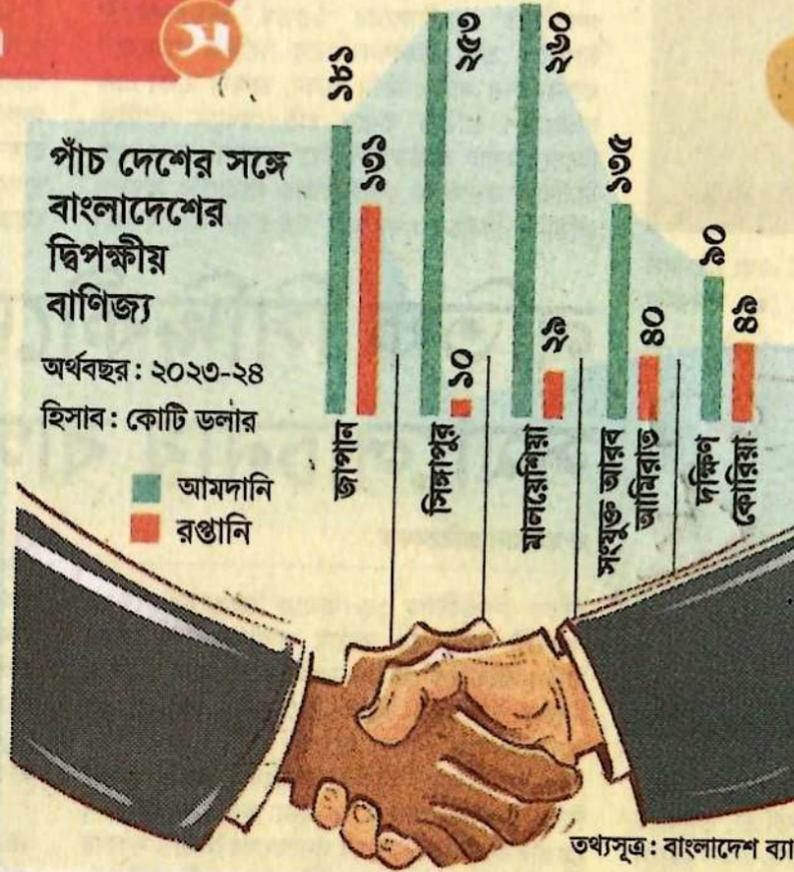
ইপিএ-এফটিএ-আরটিএ

- আগামী বছরের মধ্যেই এসব চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা সরকারের
- ডিসেম্বরেই জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা
- চুক্তি হবে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গেও
- চীনের নেতৃত্বাধীন জোট আরসিইপিতেও যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

পাঁচ দেশের সঙ্গে  
বাংলাদেশের  
দ্বিপাক্ষীয়  
বাণিজ্য

অর্থবছর: ২০২৩-২৪  
হিসাব: কোটি ডলার

আমদানি  
রপ্তানি



এলডিসি উত্তরণের  
সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ  
মোকাবেলায় ২০২৬  
সালের নভেম্বরের আগেই  
বাণিজ্য চুক্তিগুলো  
করতে চায় সরকার

মাহবুবুর রহমান  
বাণিজ্য সচিব

এফটিএ থাকলে আস্থা  
বাড়ে, বিনিয়োগ ও  
ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে।  
যথাযথ দরকষাকষির  
মাধ্যমে এ ধরনের  
উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা  
দরকার

মো. হাফিজুর রহমান  
প্রশাসক, এফবিসিসিআই

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইপিবি

## মেসবাহুল হক

আগামী ডিসেম্বরেই জাপানের সঙ্গে শুল্ক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এটিই হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। একই সঙ্গে আগামী বছরের নভেম্বরের মধ্যে আরও অন্তত চারটি দেশে বিভিন্ন নামে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় সরকার। এ ছাড়া বাণিজ্য সুবিধা পেতে রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এফটিএ হোক এমনটি চান ব্যবসায়ীরা। এসব ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। এফটিএ থাকলে আস্থা বাড়ে, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। তা ছাড়া এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ ধরনের দ্বিপাক্ষীয় চুক্তির পাশাপাশি আঞ্চলিক জোটের সঙ্গেও চুক্তি করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ দরকষাকষির মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে পরামর্শ দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক এ অতিরিক্ত সচিব।

দেশটি এই চুক্তিতে আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর আগে পঞ্চম দফা আলোচনা জাপানে ২০ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত হয়েছিল।

## ইপিএর সম্ভাব্য সুফল

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় (এলডিসি) থাকায় বাংলাদেশ শুল্ক সুবিধায় জাপানে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। প্রতিবছর যা প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ করলে ১৮ শতাংশের বেশি সুফল দিতে পারবে।

পর্ব শুরু করেছে বাংলাদেশ।

এফটিএ মানেই সব পণ্যে শুল্ক ছাড় নয়

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, এফটিএ মানেই সব পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে শূন্য শুল্ক হয়ে যাবে এমনটি নয়। তবে প্রচলিত কিছু পণ্য এফটিএ স্বাক্ষরের পর থেকেই চুক্তিতে থাকা উভয় দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিতে শূন্য শুল্ক কার্যকর হয়ে যাবে। স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা কিংবা নানা কারণে বেশ কিছু পণ্য নিরুৎসাহিত করা হয়। এসব পণ্যে শুল্ক আগের মতই থাকবে। যেমন জাপানি গাড়ি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। কারণ সব গাড়ি শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানির অনুমতি দেওয়া হলে দেশে কেউ এ খাতে বিনিয়োগ করবে না। আবার কিছু পণ্যে চুক্তির সময় শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া সম্ভব না হলে পরবর্তীতে ক্রমাগতই শুল্ক কমিয়ে আনা হয়। আবার কখনও ডলারের সংকট দেখা গেলে চুক্তির আওতায় থেকে বিলাসী পণ্যে বাড়তি শুল্ক আরোপ করার সুযোগও থাকে।

আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

আগামী বছরের নভেম্বরের আগেই চীনের নেতৃত্বাধীন অন্যতম মুক্ত বাণিজ্য জোট রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ। আরসিইপিতে থাকা ১৫টি দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৩০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। সব মিলিয়ে এটি ২৬ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার। অস্ট্রেলিয়া, ক্রুনাই, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরসিইপি চীনের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক ব্লক বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়াও এর সদস্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আরসিইপিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের সংযোগ ব্যাপকভাবে বাড়বে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

● চীনের নেতৃত্বাধীন জোট  
আরসিইপিতেও যোগ দিতে  
চায় বাংলাদেশ



তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইপিবি

উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা  
দরকার

মো. হাফিজুর রহমান  
প্রশাসক, এফবিসিসিআই

■ মেসবাহুল হক

আগামী ডিসেম্বরেই জাপানের সঙ্গে শুল্ক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এটিই হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। একই সঙ্গে আগামী বছরের নভেম্বরের মধ্যে আরও অন্তত চারটি দেশে বিভিন্ন নামে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় সরকার। এ ছাড়া বাণিজ্য সুবিধা পেতে রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) যোগ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে বাংলাদেশের।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের নভেম্বরে স্বল্পমত দেশ (এলডিসি) থেকে বের হয়ে যাবে বাংলাদেশ। তখন উন্নত দেশগুলো থেকে আর বাণিজ্য সুবিধা পাওয়া যাবে না। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে রপ্তানি বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যমান রপ্তানির ধারা বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তবে এ চুক্তির ক্ষেত্রে রপ্তানির পাশাপাশি বিনিয়োগ, সেবা ও জনশক্তিকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, এলডিসি উত্তরণের সত্তব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাপানসহ বেশ কিছু দেশ ও জোটের সঙ্গে ইপিএ, এফটিএসহ দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের নভেম্বরের আগেই বেশ কিছু দেশের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে চায় সরকার।

তিনি আরও বলেন, জাপানের সঙ্গে ইপিএ করতে দরকষাকষি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ নিয়ে দেশটির রাজধানী টোকিওতে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর শেষ দফার আলোচনা হবে। ১০ দিনব্যাপী এ আলোচনায় তিনি নিজে অংশ নেবেন। এরপর সরকারের নির্ধারিত সময়ে দেশটির সঙ্গে এফটিএ সম্পন্ন করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গেও দরকষাকষি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির প্রথম দফার আলোচনায় অংশ নিতে বর্তমানে একটি প্রতিনিধি দল দেশটি সফর করছে বলেও জানান তিনি।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন,

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এফটিএ হোক এমনটি চান ব্যবসায়ীরা। এসব ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। এফটিএ থাকলে আস্থা বাড়ে, বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। তা ছাড়া এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ ধরনের দ্বিপাক্ষীয় চুক্তির পাশাপাশি আঞ্চলিক জোটের সঙ্গেও চুক্তি করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ দরকষাকষির মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে পরামর্শ দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক এ অতিরিক্ত সচিব।

জাপানের সঙ্গে শেষ দফার আলোচনা

জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) করতে ইতোমধ্যে দরকষাকষির পাঁচ দফা আলোচনা শেষ হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এফটিএ ও ইপিএ একই ধরনের। ইপিএ এফটিএর চেয়েও আরও বিস্তৃত ও উন্নয়নবাহক। জাপানের টোকিওতে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে এ বৈঠক শেষ হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ একটি প্রতিনিধি দল থাকবে।

জাপান-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরকে সামনে রেখে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দুই দেশের যৌথ স্ট্যান্ডি গ্রুপের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাণিজ্য, শুল্ক পদ্ধতি, বাণিজ্য সহজীকরণ, বিনিয়োগ, ইলেকট্রনিক বাণিজ্যসহ ১৭টি খাতের রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে চিহ্নিত খাতগুলো হচ্ছে— পণ্যের বাণিজ্য, বাণিজ্য সহজীকরণ, বাণিজ্যে বাধা দূর করার ব্যবস্থা, শুল্ক পদ্ধতি ও বাণিজ্য সুবিধা (সিপিটিএফ), বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা (টিবিটি), পরিষেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ইলেকট্রনিক বাণিজ্য, সরকারি কেনাকাটা, মেধাস্বত্ব, ভৃত্তিকি বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি, শ্রম, পরিবেশ, স্বচ্ছতা, সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৬ জুন দুই দেশের মধ্যে খাতভিত্তিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। ২১টি ওয়ার্কিং গ্রুপ ৫টি সেশনের মাধ্যমে পণ্য ও সেবাভিত্তিক আলোচনার কাজ শেষ করেছে। জাপান পুরো প্রক্রিয়ার অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে এবং বাংলাদেশের পক্ষকে একাধিক ক্ষেত্রে ছাড়ও দিয়েছে। এটি স্পষ্ট করে দেয়,

দেশটি এই চুক্তিতে আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর আগে পঞ্চম দফা আলোচনা জাপানে ২০ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত হয়েছিল।

ইপিএর সত্তব্য সুফল

স্বল্পমত দেশের তালিকায় (এলডিসি) থাকায় বাংলাদেশ শুল্ক সুবিধায় জাপানে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। প্রতিবছর যা প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ করলে ১৮ শতাংশের বেশি শুল্ক দিয়ে দেশটিতে প্রবেশ করতে হবে। তবে ইপিএ হলে বাড়তি এ শুল্ক দেওয়া লাগবে না। তা ছাড়া এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আসবে এবং স্থানীয় শিল্প খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে। গাড়ি ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়াবে জাপান। একই সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঙ্গে এফটিএ করার পথ সুগম হবে।

আরও যেসব দেশের সঙ্গে চুক্তির প্রস্তুতি

স্বল্পমত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সত্তব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন দেশের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাওয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ ও ট্রেড ব্লকের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশ কিছু দেশ ও ট্রেড ব্লকের সঙ্গে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) সম্পাদনে নোগোসিয়েশন বা আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করছে।

আগামী বছরের নভেম্বরের মধ্যে অন্তত আরও চারটি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। দেশগুলো হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) করার লক্ষ্যে প্রথম দফার বৈঠক করতে বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল দেশটিতে অবস্থান করছে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আনুষ্ঠানিকভাবে মূল পর্ব অর্থাৎ নোগোসিয়েশন বা দরকষাকষি

আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

আগামী বছরের নভেম্বরের আগেই চীনের নেতৃত্বাধীন অন্যতম মুক্ত বাণিজ্য জোট রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে (আরসিইপি) যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ। আরসিইপিতে থাকা ১৫টি দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৩০ কোটি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। সব মিলিয়ে এটি ২৬ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার। অস্ট্রেলিয়া, ক্রুই, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরসিইপি চীনের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক ব্লক বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়াও এর সদস্য। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আরসিইপিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের সংযোগ ব্যাপকভাবে বাড়বে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার সত্তব্য বানাবে। এতে যোগ দিলে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাড়বে বলে এক সত্তব্যতা সমীক্ষায় উঠে এসেছে।

আরও যেসব দেশের সঙ্গে আলোচনা

পরবর্তী সময়ে এফটিএ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া ও সৌদি আরবের নামও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকায় রয়েছে। এ ছাড়া বিমস্টেকের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে এ জোটসহ অন্যান্য আঞ্চলিক জোটের সঙ্গেও এফটিএ করার বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারতের সঙ্গে কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সেপা) স্বাক্ষরের উদ্যোগে তেমন অগ্রগতি নেই। ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) স্বাক্ষর করার পরপরই ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির চেয়েও বড় আকারে বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি— কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় শুল্কমুক্ত সুবিধা ছাড়াও আঞ্চলিক সংযোগ, বিনিয়োগসহ সেবা খাতও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য একটি যৌথ সত্তব্যতা যাচাই করে বলা হয়, সেপা স্বাক্ষরিত হলে সাত থেকে ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় তিন থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়বে। যদিও একই সময়ে ভারতের আয় বাড়বে চার থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার।

উল্লেখ্য, প্রতিবেশী ছোট অর্থনীতির দেশ ভুটানের সঙ্গে শুধু বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সই হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে পিটিএ বা এফটিএ করা সম্ভব হয়নি।



# To graduate, or not to graduate till 2032: LDC graduation of Bangladesh

SATURDAY  
ANALYSIS



SELIM JAHAN

The issue has again been raised and is now being discussed. The issue is nothing other than the graduation of Bangladesh from a least developed country (LDC) to a developing country. The discussion is now moving around the question whether the country would go for LDC graduation next year, or whether the graduation should be postponed till 2032. The debate about the timing of our LDC graduation has been going on for quite some time. A few months ago, a high-level government decision was made that as per the earlier agreement, Bangladesh would go for LDC graduation in November 2026. At that point, it seemed that the issue has been settled once and



for all. But it now appears that the discussion on that issue is yet on. In that context, it is necessary to focus on some broader dimensions of the issue.

First, the list of the LDCs was first made in 1971 on the basis of certain pre-determined criteria. Currently, there are 44 LDCs in the world and most of them are in Africa. Bangladesh was included in the LDC list in 1975.

Second, how does the process of graduation from an LDC to a developing country work? There are two steps in the process – recommendation and decision.

The issue of LDC graduation is recommended by the United Nations' Committee for Development Policy (CDP) on the basis of three indicators – per capita income, level of human capital, and economic and environmental vulnerability. A country is recommended for LDC graduation if either it fulfils two of the three criteria or it can double its per capita income.

It is important to mention that with the passage of time and the emerging realities, these criteria changed over time. On the basis of the CDP recommendation, the UN General Assembly decides on the issue of graduation of an LDC to a developing country. Every three year, a triennial assessment of the LDCs is carried out for graduation. Till now, only 8 countries have made it from the LDC to the developing country status. Our neighbouring countries Bhutan and the Maldives are part of these 8 countries. For the 2026 graduation, apart from Bangladesh, Nepal and Laos are also in the pipeline.



Third, the issue of delaying the graduation process is determined by the UN. Sometimes, because of some special situations in a country, the world body may delay its graduation process. For example, the LDC graduation of such Pacific Islands like Vanuatu and Kiribati was delayed couple of times because of their high environmental vulnerabilities. Similarly, even though Nepal was qualified for graduation in 2015, because of a devastating earthquake in the country, it was delayed till 2021.

Fourth, Bangladesh fulfilled three of the four criteria of LDC graduation as early as 2018. The achievement remained intact in 2021 when the triennial review was done. Bangladesh was scheduled to be recommended for graduation in 2024. However, because of the Covid pandemic, the issue of Bangladesh's graduation recommendation was delayed till November 2026.

Fifth, why is there so much excitement as well as concerns about the LDC graduation? Primarily, there are two reasons. One, a graduation from an LDC status to a developing country status represents honour and prestige for an LDC. In the development journey of a country, this is a valuable milestone. Two, with the graduation, the country concerned loses a number of benefits of the global economic and trade system. If a country is not a priori prepared to

tackle those challenges, it may end up in a problematic situation.

In the past, the pressure for delaying the LDC graduation of Bangladesh has been coming mainly from the ready-made garments industry. As an LDC, Bangladesh has been enjoying a number of benefits in the global market - e.g. duty-free exports, flexible conditionalities, export-assistance etc. Bangladesh will lose these facilities once it graduates into the developing country category. In fact, the latest demand for delaying the graduation process of Bangladesh has also come from the top business organisations of the country. Five arguments have been made in support of the demand for delaying the graduation process.

First, if the graduation is delayed, as a response to the US tariff blow, it would be possible to ensure free-trade agreements with European Union, the United Kingdom, the ASEAN countries, and the Gulf states. If Bangladesh graduates to the developing country category next year, Bangladeshi goods would face a tariff up to 12% in such large markets as the EU and the UK. As a result, our exports may decline from 6-14%.

Second, after LDC graduation, export subsidies and the flexibility in the Trade-related Intellectual Property Rights (TRIPs) will no longer be available. But as an LDC, Bangladesh would be enjoying this benefit of patent waiver till 2032. The country will lose this fa-

cility if it graduates to the developing country status next year. Bangladesh will then be under the full intellectual property rights law, as a result of which the prices of medicines will go up.

Third, Bangladesh would need time to enhance its industrial capabilities, to diversify its exports, to develop capable human resources for the Fourth Industrial Revolution, to attract quality foreign direct investments, to strengthen good governance, and to tackle the adverse impacts of the climate change. These are of critical importance for Bangladesh to survive and thrive in a free competitive market. Thus, if the graduation is delayed, both the public and the private sector can prepare themselves better for the post-graduation period.

Fourth, in the past also, the graduation process of a number of countries were delayed for political and economic reasons, even though they have fulfilled the graduation criteria. Extending the time for graduation is not unusual, particularly, if the countries face domestic political or external shocks, or lack in necessary reforms for graduation, or have not made sufficient progress in their infrastructural preparations.

Fifth, for the country's LDC graduation, the current economic realities of Bangladesh are not favourable to Bangladesh. Because of the power and gas crisis, there is no dependable supply of energy. As a result, sectors like ready-

made garments and drug are unable to meet the external demand. Increases in global interest rates, domestic loan defaults have reduced the credit flow in the country. Direct investments have decreased. Increases in US tariffs have put pressure on the country's

Under such circumstances, more time is needed to resolve the energy crisis, financial sector stabilisation of exchange rate, hence the graduation should be delayed by 5 years.

Some observations are made on these arguments.

First, the instability and uncertainties of the global economic system, which might have many to argue for delaying the graduation process now, may be over by 2032. There is no guarantee that a situation would not have really happens, the LDC status would face a more difficult and critical scenario.

Second, there were domestic reasons for the delay in whose graduation process in the past. The question is whether Bangladesh establish forceful country-specific acceptance if it wants a delay in its graduation. A number of people are of the opinion that the reasons which Bangladesh been putting forward for delaying graduation are somewhat

# The Business Standard

30 AUG 2025

t graduates to the developing status next year. Bangladesh be under the full intellectual rights law, as a result of which of medicines will go up.

Bangladesh would need enhance its industrial capacity diversify its exports, to deplete human resources for Industrial Revolution, to quality foreign direct investment strengthen good government to tackle the adverse impact climate change. These are importance for Bangladesh and thrive in a free competition. Thus, if the graduation

both the public and the can prepare themselves the post-graduation period. In the past also, the graduates of a number of countries for political and economic though they have fulfilled criteria. Extending the graduation is not unusual, particularly countries face domestic external shocks, or lack in forms for graduation, or

adequate sufficient progress in structural preparations. the country's LDC graduation economic realities of are not favourable to Bangladesh of the power and gas no dependable supply of result, sectors like ready-

made garments and drugs may not be able to meet the external demand. Increases in global interest rates and in domestic loan defaults have dampened the credit flow in the country. Foreign direct investments have declined. Increases in US tariffs have put additional pressure on the country's export sector.

Under such circumstances, more time is needed to resolve the country's energy crisis, financial sector reforms, stabilisation of exchange rates etc and hence the graduation should be delayed by 5 years.

Some observations are pertinent for these arguments.

First, the instability and the uncertainties of the global economic system, which might have prompted many to argue for delaying the graduation process now, may worsen by 2032. There is no guarantee that such a situation would not happen. If that really happens, the LDC graduation would face a more difficult, complex and critical scenario.

Second, there were definitive country-specific reasons for the countries whose graduation process was delayed in the past. The question is, can Bangladesh establish forceful definitive country-specific acceptable reasons if it wants a delay in its graduation? A number of people are of the opinion that the reasons which Bangladesh has been putting forward for delaying its graduation are somewhat general in

nature, which may be present in other graduation contenders like Nepal and Laos. But neither of those two countries are asking for delaying their graduation and the issue is: can Bangladesh uniquely justify its appeal to the UN?

Third, some of the changes and reforms for which more time are being sought were supposed to be undertaken and finished during the past years. But those were not completed. What is the guarantee that during the next five to seven years, those changes and reforms would be undertaken and finished? If they remain incomplete even after the deadline, the status quo will continue even after seven years.

There is a broader awareness as to what will happen when Bangladesh graduates to the developing country status. For example, in the export sector, there will not be the tariff waiver facilities, the soft conditionalities of loan will evaporate. As a result, Bangladesh will have to go for market-based loans, which will increase the pressure of debt repayment as well as debt-servicing.

In other words, with the LDC graduation, Bangladesh is expected to lose a number of benefits and facilities which it has been enjoying as an LDC. These include the opportunity of getting loans at a very low interest rate, flexibility in the conditionalities of debt repayments, export facilities to at a zero or a very low tariff.

Some people are also saying that

delaying the graduation process may somewhat harm the image of Bangladesh in the global perspective. Given that the country has met the criteria of graduation a long time ago and has maintained that achievement over the years, the request for delaying the graduation process may not be considered justified in the global arena.

The delaying request may not be seen favourably even in the regional context: Nepal and Laos have been working feverishly for the 2026 LDC graduation and till now, they have not talked of delaying the graduation. In 2023, Bhutan graduated from the LDC status without any request for delaying the graduation. Given all these, a request by Bangladesh for delaying its LDC graduation may hamper the credibility of the country's economic robustness.

In the ultimate analysis, the effective question is: in the post-LDC graduation era, what measures Bangladesh may take that will make the transition seamless and help the country to overcome the post-graduation challenges? One has to remember that these challenges are not only structural; if the global economic panorama changes, these challenges may appear in different forms.

The most prudent of Bangladesh would be to undertake appropriate and timely action for graduation from the LDC category to the developing country category.

